জঙ্গিবাদী সন্ত্রাস ও সাম্রাজ্যবাদ প্রতিহত কর
কৃষি-কৃষক-খেতমজুরের স্বার্থে জোট বাঁধো তৈরি হও

জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাসবাদ বিরোধী

জাতীয় কৃষক-খেতমজুর কনভেনশন ঘোষণা

৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৭, সকাল ১০টা,
মহানগর নাট্যমঞ্চ, গুলিস্তান, ঢাকা।

প্রিয় কৃষক খেতমজুর ভাই ও বোনেরা,

দেশে উগ্র মৌলবাদ, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস প্রতিরোধে ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ সালে, 'জাতীয় কৃষক সমিতি ও বাংলাদেশ খেতমজুর ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে যখন জাতীয় কনভেনশন করছে তখন দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে বিশেষভাবে অনুধাবন করা জরুরি।

মুক্তিযুদ্ধে সোনার বাংলার স্বপ্ন নিয়ে এদেশের কৃষক খেতমজুরেরা বীরের মতো লড়াই করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বে ও মুক্তিযুদ্ধ সময়কালীন প্রতিটি গ্রামকে প্রতিরোধের দুর্গ গড়েছিল কৃষক-খেতমজুর মুক্তিযোদ্ধারা। শুধু তাই নয়, শহরাঞ্চল থেকে জীবন নিয়ে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যারা গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেই মানুষকে পরম মমতায় নিরাপত্তা দিয়ে খাইয়ে পরিয়ে রেখেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এ এক অনন্য নজীর হয়ে আছে। প্রকৃত পক্ষে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কৃষক সন্তানেরা ছিলেন অগ্রসেনানী।

কৃষক-খেতমজুর সহ জনগণের হাতে '৭১ এর পরাজিত শত্রু পাকিস্তান ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বাংলাদেশকে নিয়ে বার বার চক্রান্ত করেছে। স্বাধীনতা উত্তরকালের নতুন সরকারের ব্যর্থতা ও জনবিরোধী কিছু কর্মকাণ্ডকে পুঁজি করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও দেশী-বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ও মৌলবাদী শক্তি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বর্বরোচিত কায়দায় সামরিক কুদেতা ঘটিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে নৃশংসভাবে হত্যা করে রাষ্ট্র ক্ষমতার রাজনৈতিক পালাবদলের প্রক্রিয়া শুরু করে। বিশ্বাসঘাতক মোস্তাক, জিয়া, এরশাদ '৭২-এর সংবিধানকে নির্বাসিত করেছিলো, সংবিধানের চার মূল নীতি রাষ্ট্র দর্শনকে তারা বদলে দিয়েছিলো পাকিস্তানি চেতনায়। তাদের সময়কালেই সশস্ত্র জঙ্গিবাদী শক্তির তৎপরতা এক আতঙ্কজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এরশাদ স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে অর্জিত তিনজোটের রূপরেখা এবং শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় যুদ্ধাপরাধী বিচারের দাবি এগিয়ে নেওয়ার জন্য গণজাগরণের যে ধারা সূচিত হয় তারই প্রেক্ষিতে একুশ বছর পর মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম প্রধান

নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকারের জনবিচ্ছিন্ন কর্মকাণ্ডের ফলে আবারও তারা দেশী-বিদেশী চক্রান্তের কাছে পরাজিত হয়। কিন্তু বিএনপি-জামাতের ২য় বার ক্ষমতা দখলের পর শেখ হাসিনার জনসভায় ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলাসহ বাংলা ভাইয়ের নেতৃত্বে সশস্ত্র জঙ্গি তৎপরতার সূত্রপাত ঘটলে জাতির অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে ওয়ার্কার্স পার্টিসহ বাম গণতান্ত্রিক শক্তি রুখে দাঁড়ায়। এরই ফলশ্রুতিতে এদেশের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক ও ধর্ম নিরপেক্ষ দলের ঐক্যবদ্ধ শক্তি ১৪ দলের উত্থান ঘটে, ও এক পর্যায়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সরকার গঠন করে এবং স্বাধীনতাবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে কোনঠাসা করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশকে উজ্জীবিত করেছে, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করছে। অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যে বহুমাত্রিক উন্নয়নের দিকে দেশ এগুচ্ছে। '৭১-এর নরঘাতকদের যখন ফাঁসি হচ্ছে, ঠিক তখনই ঐ অন্ধকারের শক্তি দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রে ও মদদে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের উপর আঘাত হানছে। হত্যা করছে বুদ্ধিজীবী, অভিনেতা, প্রকাশক, যাজক, পুরোহিত, ইমাম, বৌদ্ধভিক্ষু, মাজারের খাদেম, হোমিও ডাক্তার, বাউল, ব্লগার, বিদেশী নাগরিক। এই হত্যাকাণ্ডের রাজনৈতিক মতাদর্শ হচ্ছে ওয়াহাবীবাদ। শান্তির ধর্ম ইসলামকে এরা বিকৃত করে বিকৃতরূপে চর্চা করে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করছে। দেশের অভ্যন্তরে বিএনপি-জামাত, হেফাজতে ইসলামের রাজনৈতিক তৎপরতা সেই লক্ষ্যে ধাবিত। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, ইসরাইল, সৌদি আরবের সৃষ্ট আইএসএর ষড়যন্ত্রের রাজনীতি বাংলাদেশে চালান করেছে। তাদের অর্থ এবং বিকৃত মতাদর্শে সজ্জিত করে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য জামাত শিবিরসহ কওমী মাদ্রাসা থেকে লোক সংগ্রহ করা হচ্ছে। এমনকি বোমারু আত্মঘাতী নারী বাহিনীও তৈরী করছে। উচ্চশিক্ষিত হতাশ যুবকদের আকৃষ্ট করা হচ্ছে অর্থ ও নারী লোভ দিয়ে। হিযবুত তাহরির, হুজি, জেএমবি, আনসারউল্লাহ বাংলা টিমসহ আরো নামে ও বেনামে বহু সংগঠন গড়ে উঠছে। হলি আর্টিজানের ঘটনা আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে তাদের নির্মম ও অমানবিক নিষ্ঠুরতা, নারীদের উপর চরম আক্রোশ মূলক হামলা ও আক্রমণ এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কৌশল। পরিষ্কারভাবেই বুঝা যাচ্ছে এদের রাজনৈতিক এজেন্ডা হচ্ছে অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক

শক্তিকে চরম ঘৃণা নিয়ে নিঃশেষ করা, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে পরাজিত করা এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্ররোচনায় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় উগ্রধর্মান্ধবাদী ও কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যা খেলাফত তত্ত্বের আবরণের অংশ। তারা আমাদের হাজার বছরের বাঙালি ঐতিহ্য, গ্রামীণ সমাজের সরলতা, সামাজিক ব্যবস্থাকে বিকৃত ধর্মবাদের অধীনস্থ করে আমাদের বিপদগ্রস্ত করবে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

আমরা স্বাধীনতার ছেচল্লিশ বছর অতিক্রম করছি। কৃষক সমাজের স্বপ্নের বাংলাদেশের আকাঙ্ক্ষা ছিল আমূল ভূমি সংস্কারের ভিত্তি রচনা করা, কৃষি ও কৃষক-খেতমজুরের স্বার্থের বাজার ব্যবস্থা চালু করে কৃষকের ফসলের লাভ জনক মূল্যের নিশ্চয়তা বিধান করা এবং খেতমজুরদের সারা বছরের কাজের ব্যবস্থা করা, কৃষি উৎপাদনে রাষ্ট্র কর্তৃক সকল নিরাপত্তা এবং কৃষকের সন্তানদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ মৌলিক অধিকারগুলোর নিশ্চিত ব্যবস্থা করা। বাজারের সংগে সঙ্গতিপূর্ণ দিনমজুরী, পল্লী রেশনিং ব্যবস্থা, নদী ভাংগন, হাওর-বাওড়-জলা, খাস জমি জোতদার মহাজন তথা ভূমিদস্যু ও জলদস্যুদের জবর দখলের কবল থেকে মুক্ত করে কৃষক-খেতমজুর ও মৎসজীবীদের মালিকানা প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা বিধান করা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি এদেশের কৃষক খেতমজুরদের সেই আকাঙ্ক্ষার অনেক কিছুই বাস্তবায়িত হয়নি। অথচ গত সাড়ে চার দশক ধরে কৃষক খেতমজুররা কৃষিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। বাংলাদেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পন্ন। প্রাণী সম্পদ, মৎস সম্পদ, হাঁসমুরগী পালন, পশুপালন, সবজী উৎপাদনসহ কৃষির প্রতিটি ক্ষেত্রেই তারা সাফল্যের বার্তা পৌঁছে দিচ্ছেন। কৃষি খাতে প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ অবদান হিসাব করলে অভিবাসী আয় বা গার্মেন্টস শিল্প আয় থেকে অনেকগুণ বেশি। অথচ সেই স্বীকৃতি এদেশে কৃষক-খেতমজুর সমাজের নেই। কৃষি ব্যবস্থাপনা ও কৃষি স্বার্থের টেকসই নীতিমালা আমাদের সরকারগুলি বা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নেয়া হয় না। দুর্নীতি ও আয় বৈষম্য কমিয়ে কৃষিতে নিয়োজিত কৃষক খেতমজুরদের পরিপূর্ণ মানবসম্পদ রূপান্তরিত করে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

তাই জনগণের বিভিন্ন অংশ বিশেষ করে কৃষক খেতমজুর জনগণের গ্রাম-অঞ্চল থেকে সাম্প্রদায়িক-জঙ্গিবাদী শক্তিকে পরাজিত করতে গেলে কৃষক-খেতমজুর জনগণের জীবনমুখী সমস্যাভিত্তিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষে কৃষক-খেতমজুরদের স্বার্থের সংগঠনগুলোকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার কৃষক-খেতমজুর জনগণের বিভিন্ন অংশের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও সীমাহীন দুর্নীতি ও লুটপাট, জোতদার-মহাজন তথা ভূমিদস্যু জলদস্যুদের স্বার্থরক্ষা, আমলাতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদী করপোরেট পুঁজির শোষণ লুণ্ঠনে কৃষক খেতমজুরেরা সেই সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, যে উন্নয়ন হচ্ছে তাতে বড় লোক দিন দিন আরও বড় লোক হচ্ছে; উন্নয়নের সিংহভাগ ফলভোগ করছে ৪৪ লক্ষ কোটিপতি মানুষ। কৃষক-খেতমজুর তথা শ্রমজীবী জনগণ উন্নয়নের লভ্যাংশ পাচ্ছে অতীব সামান্য। গণতন্ত্রকে সংকুচিত করে সরকার যেভাবে উন্নয়ন চাচ্ছে তাতে জনগণের প্রকৃত উন্নয়ন বদলে বৈষম্য বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি জঙ্গীবাদ দমনে অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক শক্তিকে মাঠের আন্দোলনে সংগঠিত না করে শুধুমাত্র পুলিশ, র‍্যাব, রাষ্ট্রযন্ত্র দিয়ে মোকাবেলা প্রকারন্তরে জঙ্গীবাদী শক্তিকে আরো সংগঠিত হতে সাহায্য করবে। আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ধর্মাশ্রয়ী ভাবাদর্শের ধ্যান-ধারণা যে মাত্রায় বৃদ্ধি করছে সেগুলোও সাম্প্রদায়িক ও জঙ্গীবাদী শক্তির তৎপরতাকে বাড়িয়ে তুলছে। একথা স্বীকার করতেই হবে আওয়ামী লীগ সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে যেমন লড়াই অব্যাহত রেখেছে, তেমনিভাবে সাম্প্রদায়িক শক্তির সাথে আপোষের প্রবণতাও রেখেছে। আওয়ামী লীগের এই আপোষমুখী প্রবণতা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও প্রকৃত গণতান্ত্রিক লড়াইকে বাধাগ্রস্ত করবে। সাম্প্রদায়িক জঙ্গিবাদবিরোধী লড়াইয়ে আপোষহীন শক্তি হিসেবে ১৪ দল ভুক্ত বাম প্রগতিশীল দলসহ অন্যান্য দেশপ্রেমিক বাম প্রগতিশীল অসাম্প্রদায়িক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে ও জনগণের সংগ্রামকে ভিত্তি করে চ্যালেঞ্জিং শক্তি হিসেবে বিকশিত হতে হবে। নইলে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি পুনঃসংগঠিত হয়ে আঘাত হানবে। তাই কৃষক খেতমজুরদের দাবী-দাওয়া ভিত্তিক আন্দোলন গড়ে তুলে গ্রাম-ইউনিয়ন-উপজেলা সমূহকে কৃষক-খেতমজুর সমাজের লড়াইয়ের দুর্গে পরিণত করার বিকল্প কোন

পথ খোলা নেই। মৌলবাদ-জঙ্গিবাদ-সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী লড়াইয়ের জন্য আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সেই জাতীয় বীর কৃষক-খেতমজুরদের সজ্জিত করতে হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমাজ বদলের ধারায় এবং জাতীয় উন্নয়নে যুক্ত করে ও তাদের সকল প্রণোদনা নিশ্চিত করে। তবেই তারা গরিবী অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে দেশ রক্ষার চেতনায় আরো শাণিত হতে পারবেন।

তাই আসুন আওয়াজ তুলি–

১. (ক) আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদদের মর্যাদা দিয়ে '৭২ এর সংবিধান পরিপূর্ণভাবে চলমান সংবিধানে প্রতিস্থাপন করতে হবে।

(খ) রাষ্ট্রধর্ম বাতিল করে সকল ধর্মের সকল নাগরিকের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

(গ) সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতা বন্ধ করে সকল ধর্মের নাগরিকদের রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে হবে।

বিশেষভাবে পাহাড়ি ও সমতলের আদিবাসী এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ বন্ধ করতে হবে ও তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধান করতে হবে।

২. (ক) কৃষক ও ভূমিহীন খেতমজুরদের জোতদার-মহাজন তথা কালোটাকার দুর্বৃত্ত পুঁজি দ্বারা লালিত পালিত ভূমিদস্যু-জলদস্যুদের ভূমি ও জলা গ্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

(খ) আমূল ভূমি সংস্কার করে গরীব কৃষক ও খেতমজুরদের খাস জমি বরাদ্দের আইন বাস্তবায়ন করতে হবে।

(গ) খেতমজুরদের সারা বছরের কাজের ব্যবস্থা এবং কৃষি ও কৃষক স্বার্থের বাজার ব্যবস্থা চালু করে কৃষকদের ফসলের লাভজনক মূল্যের সুনিশ্চিত বিধান গড়ে তুলতে হবে।

(ঘ) কৃষক-খেতমজুর সহ শ্রমজীবীদের পল্লী রেশনিং ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

(ঙ) কৃষক-খেতমজুর সহ হতদরিদ্রদের স্থানীয় সরকারের অধিনে নিবন্ধন করে (রেজিস্ট্রেশন) তাদের কার্ড দেয়ার বিধান করতে হবে।

(চ) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ও কর্মসৃজন প্রকল্পে দুর্নীতি বন্ধ করে প্রকৃত গরীব কৃষক ও খেতমজুরদের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

(ছ) মৎস্যজীবিদের জীবন বাঁচাতে উন্মুক্ত জলাশয়, নদী, হাওড়-বাওড়ে মাছ ধরার অধিকার প্রদান করতে হবে।

৩. জঙ্গীবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ প্রতিরোধে সকল প্রকার আয় বৈষম্য দুরীকরণ, দুর্নীতি, লুটপাট, কালোবাজারী সহ সর্বস্তরের আইনের শাসন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৪. এদেশের ধর্ম, বর্ণ ও গোষ্ঠীর জনগণের নিজস্ব শিল্প সংস্কৃতি বিকাশের সকল বাধাকে দূর করে জাতীয় সংস্কৃতি বিকাশে রাষ্ট্রকে আরও উদ্যোগী হতে হবে।

৫. জামাত সহ সকল ধর্মীয় জঙ্গীবাদী দল গুলোর অর্থের উৎস বন্ধ করে তাদের রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে।

৬. যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পন্ন সহ জঙ্গীবাদ বিরোধী আইন ২০০৯ সংশোধনী সহ ২০১৩ প্রণীত আইনকে কার্যকর করতে হবে।

৭. মার্কিনসহ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাষ্ট্র নীতিতে হস্তক্ষেপ বন্ধ করার সকল ষড়যন্ত্র রুখতে হবে।

অভিনন্দনসহ–

আমিনুল ইসলাম গোলাপ
সাধারণ সম্পাদক
জাতীয় কৃষক সমিতি

জাকির হোসেন রাজু
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ খেতমজুর ইউনিয়ন